যুগান্তর

তারিখ - 04 JUL 2005
পৃষ্ঠা - ১৬ কলাম - ৬

# ঢাবিতে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে সাত ছাত্র সংগঠন

## ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের ৪ নেতাকে বহিষ্কারের প্রক্রিয়া শুরু

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সাত ছাত্র সংগঠনের ডাকে দ্বিতীয় দিনের মতো ধর্মঘট পালিত হয়েছে রোববার। সাধারণ শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের ওপর হামলাকারী ছাত্রদল ক্যাডারদের বিচারসহ বিভিন্ন দাবিতে আলটিমেটামসহ তারা শনিবার দু'দিনের ধর্মঘট ঘোষণা দেয়। কিন্তু বেঁধে দেয়া সময়সীমার মধ্যে দাবি আদায় না হওয়ায় গতকাল লাগাতার ধর্মঘট ঘোষণা করা হয়। আজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাত সংগঠন সমঝোতা বৈঠকে বসছে। বৈঠকে অন্যান্য দাবির সঙ্গে ১৫ জুলাই পর্যন্ত সব পরীক্ষা স্থগিত রাখার দাবি জানানো হবে বলে সূত্র জানায়। অপরদিকে ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ আজ ও কালকের সব পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে।

এদিকে তদন্ত কমিটির সুপারিশ ও সিন্ডিকেটের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের চার নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ছাত্রদল এফ রহমান হল শাখার কর্মী শামীম, ছাত্রলীগ কর্মী মনিরসহ

ঢাবি : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

## ঢাবি : ধর্মঘটের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

তিনজনকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হবে। ছাত্রলীগের ক্রীড়া সম্পাদক সাজাহান শিশিরের ছাত্রত্ব শেষ হয়ে যাওয়ায় তাকে বহিষ্কার করা যাবে না বিধায় তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানানো হবে। সংশ্লিষ্ট সূত্র আরও জানায়, গতকাল বহিষ্কার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত জানা যায়নি।

সূত্র জানায়, বহিষ্কারের সুপারিশকৃতদের মধ্যে ছাত্রদল কর্মী শামীমকে ছাত্রদের মারধর করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত হওয়া এবং প্রক্টরিয়াল বিধি লংঘনের দায়ে শাস্তি দেয়া হবে। ছাত্রলীগ নেতা সাজাহান শিশির ও মনিরকে ২৮ মে হ্যাপি নিহত হওয়ার দিন প্রক্টর অফিস ভাঙচুর ও একজন সহকারী প্রক্টরকে লাঞ্ছিত করার দায়ে শাস্তি দেয়া হবে। সাজাহান শিশিরের ছাত্রত্ব ইতিমধ্যে শেষ হওয়ায় তার ব্যাপারে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ করা হবে।

এদিকে তদন্ত কমিটির কাজ এগিয়ে চলছে বলে কমিটির আহ্বায়ক কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান গতকাল যুগান্তরকে জানান। তিনি বলেন, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য সময়ের প্রয়োজন। পূর্ণাঙ্গ তদন্ত রিপোর্ট প্রণয়নে আরও এক মাস সময় লাগবে। দাবি অনুযায়ী একটি সাময়িক রিপোর্ট কর্তৃপক্ষকে দেয়া হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টে বহিষ্কারের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে তিনি জানান।

### সাত সংগঠনের সভা

গতকাল বিকালে ছাত্রলীগের বঙ্গবন্ধু এভিনিউর দলীয় কার্যালয়ে ৭ ছাত্র সংগঠনের জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রলীগ সভাপতি লিয়াকত শিকদারের সভাপতিত্বে এই সভায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বেঁধে দেয়া আলটিমেটাম এবং উত্থাপিত দাবি-দাওয়া, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ, ছাত্রলীগের দুই নেতাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার প্রভৃতি দিক নিয়ে আলোচনা হয়। সূত্র জানায়, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আজকের পূর্ব নির্ধারিত বৈঠকের আলোচ্য বিষয় নির্ধারিত হয়। তারা যেসব দাবি উত্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে— কোন অবস্থাতেই ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের বহিষ্কারাদেশ মেনে নেয়া হবে না। হামলাকারী ছাত্রদল নেতাদের তাৎক্ষণিকভাবে বহিষ্কার করতে হবে। হলে হলে সহাবস্থান নিশ্চিত এবং হামলায় আহতদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। হল থেকে বিতাড়িত সাত সংগঠনের নেতাকর্মীরা পড়ালেখা করতে পারেনি। তাই ১৫ জুলাই পর্যন্ত কোন পরীক্ষা নেয়া যাবে না। হ্যাপির পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সূত্র জানায়, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাত সংগঠন আজ সমঝোতা বৈঠকে বসছে। আলোচনা ফলপ্রসূ হলে ধর্মঘট আজ প্রত্যাহার করা হবে। অন্যথায় লাগাতার ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।